গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
এনফোর্সমেন্ট শাখা
www.brta.gov.bd

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অংশীজনের অংশগ্রহণে ১ম প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	নুর মোহাম্মদ মজুমদার চেয়ারম্যান, বিআরটিএ।
সভার তারিখ	ঃ	২২.০৮.২০২৩ খ্রিঃ
সময়	ঃ	বিকাল ০৩.০০ টা
সভার স্থান	ঃ	বিআরটিএ-র সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট ‘ক’

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং নির্বিঘ্ন গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার নিমিত্ত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছেরর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অংশ হিসেবে অংশীজনের অংশগ্রহণে অদ্যকার সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বিআরটিএ-র গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি ও গতিশীল করার জন্য উপস্থিত অংশীজনের মতামত প্রদানের আহবান করেন।

আজকের এ সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, বিআরটিসি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, বিআরটিএ-র সকল পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন , ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান ও মোটরযান বিক্রয়কারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশীজন হিসাবে উপস্থিত আছেন।

বিআরটিএ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণ বিআরটিএ অফিস থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন। বিআরটিএ’র সেবাকে জনবান্ধব করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক সেবা পোর্টাল/ সেবা অ্যাপস চালু করা হয়েছে। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইন লার্নার লাইসেন্স, অনলাইন মোটরযান রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল, অনলাইনে রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান ও মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট আবেদন দাখিল, অনলাইনে মোটরযান ফিটনেসের জন্য এপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। “বিআরটিএ সেবা” নামক এ্যাপের মাধ্যমে স্মার্ট ফোন থেকেও অনলাইন ভিত্তিক সেবা গ্রহণ করা যায়। ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা আরও স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষে যেদিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐ একই দিনে রেজাল্ট দেয়া হচ্ছে। সড়কে শৃঙ্খলা আনায়ন ও দালালের দৌরাত্ম্য বন্ধে বিআরটিএ-র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

সভাপতি বলেন, মোটরযানের ফিটনেস নবায়নকালে মোটরযান মালিকদের আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের প্রস্তুতি রাখার অনুরোধ করেন। আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের মেয়াদ ৫ বছরের মধ্যে এটি নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান বিনা ফি এটি সংযোজন করে দিবে অথবা ৫ বছর অতিক্রান্ত হলে নির্দিষ্ট ফি পরিশোধের মাধ্যমে এটি সংযোজন করতে হবে। আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়টি সড়ক পরিবহন মালিক সমিতিকে আন্তরিকভাবে নিতে হবে এবং সারা দেশের সকল সড়ক পরিবহন মালিক সংগঠনকে জানাতে হবে। এছাড়া ফিটনেস নবায়নকালে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের নির্ধারিত ফি সাথে রাখতে হবে।

জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক (সদর), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়ে প্রচার-প্রচারনা চালাতে হবে। সারা দেশে বাসের মালিক আছে ৫০-৫৫ হাজার এবং ট্রাকের মালিক আছে ১ লক্ষ থেকে ৫০ হাজার ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ফি পরিশোধের পর মালিকদের এসএমএস দেয়া হয়। এই এসএমএস এর মাধ্যমে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়টি পরিবহন মালিকদের জানানো যেতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

জনাব এড.মাহাবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়ে সারা দেশের সড়ক পরিবহন মালিক সমিতিকে পত্র দেয়া হবে। জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সংক্রান্ত নির্দেশনা শ্রমিক ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সকল সংগঠনকে জানিয়ে দেয়া হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়ে বিআরটিএ থেকে পুনরায় পত্র দেয়া হবে।

জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক (সদর), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, দূরপাল্লার বাসের টিকেটে সড়ক নিরাপত্তামূলক স্লোগান প্রচারের বিষয়ে পরবর্তী টিকেট প্রিন্টিং এর সময় মহাখালী বাস টার্মিনালের সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির অধীনে পরিচালিত বাসসমূহের টিকেটে স্লোগানগুলো ছাপানো হবে।

পরিচালক রোড সেফটি, বিআরটিএ সভায় টিকেটের পাশা-পাশি দূর পাল্লার গাড়ির পেছনেও সড়ক নিরাপত্তামূলক স্লোগান সংযোজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। যা সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ সংক্রান্ত ১১১ দফা সুপারিশমালার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বের সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন দূর্ঘটনা রোধে ধীর গতির ছোট গাড়ি গুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। কালো ধোঁয়া নিঃসরণকারী গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সভাপতি মহোদয় সভায় ০৫ (পাঁচ) টি জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ ছোট গাড়ি ডাম্পিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য হাইওয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে ক্লোজ মনিটরিং অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।

জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক (সদর), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, রুট-পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে কোন টার্মিনালে থেকে গাড়ি ছাড়া হবে এবং কোথায় পৌছাবে এ সংক্রান্ত টার্মিনাল টু টার্মিনাল সীল মারা হতো। তিনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আইন প্রয়োগের সুবিধার্থে এবং টার্মিনাল ব্যতিরেখে অন্য কোথাও থেকে যাতে গাড়ী ছাড়া না হয় এজন্য রুট-পারমিট প্রদানকালে এ সংক্রান্ত সীল মারার অনুরোধ করেন।

জনাব ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ বলেন, লক্কড়-ঝক্কড় গাড়িরর মধ্যে ভিক্টর ক্লাসিক, আসিম, বিহঙ্গ, বিকাশ, বৈশাখী পরিবহনসহ আরো বেশ কিছু পরিবহনের ফিটনেসবিহীন লক্কড়-ঝক্কড় গাড়ী সড়কে চলাচল করতে দেখা যায়। এসব পরিবহনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনাব এড.মাহাবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় জানান যে, লক্কড়-ঝক্কড় ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব এর নেতৃত্বে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনাব আবুল কালাম, মালিক সমিতি সভায় জানান পর্যায়ক্রমে সকল ফিটনেসবিহীন লক্কড়-ঝক্কড় গাড়ি মেরামত করা হচ্ছে। এ সকল গাড়ি চলাচল বন্ধে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিগত ২ মাসে ৫০ শতাংশ লক্কড় ঝক্কড় ফিটনেসবিহীন গাড়ি মেরামত করা হয়েছে। তিনি আগামী ২ মাসের মধ্যে সকল ধরণের লক্কড়-ঝক্কড় ফিটনেসবিহীন গাড়ি মেরামত এবং এ সকল গাড়ি চলাচল বন্ধের জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতিকে অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহোদয় আবার বলেন, গণপরিবহনে ধুমপানের মাত্রা নিঃসন্দেহে কমেছে তবে গণপরিবহনে ধূমপান প্রতিরোধমূলক স্টিকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া নিরাপদ সড়ক গড়তে ওভার স্পিড নিয়ন্ত্রণ এবং স্টোপেজ যত্র তত্র যাত্রী উঠা-নামা রোধে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে। সড়কে সাইন, মার্কিং সড়ক বাতিসহ সকল বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে এবং ক্লোজ মনিটরিং বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে। রাইড শেয়ারিং-এ শৃঙ্খলা বাড়াতে চেকিং তৎপরতা আরো রাড়ানোর জন্য ডিএমপিকে অনুরোধ করেন। কালো ধোঁয়া, হাইড্রোলিক হর্ণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	সকল মোটরযানে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন করতে হবে। মালিক পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। মালিক সমিতিকে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)। ২। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিআরটিএ (সকল)। ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।

২.	দূরপাল্লার বাসের টিকেটে সড়ক নিরাপত্তা-মূলক স্লোগান প্রচার করতে হবে। পণ্য পরিবহনকারী গাড়ির ক্ষেত্রে গাড়ির সামনে পিছনের অংশে বডিতে সড়ক নিরাপত্তামূলক স্লোগান প্রদর্শন করতে হবে। এ বিষয়ে বাস মালিক ও পণ্যপরিবহন মালিক সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশকে তদারকি করতে হবে।	১। পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ। ২। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
৩.	০৫ (পাঁচ) টি জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ ছোট গাড়ি বিরুদ্ধে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। উক্ত জাতীয় মহাসড়কসমূহে হাইওয়ে পুলিশকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। ডিএমপি। ২। হাইওয়ে পুলিশ। ৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট , বিআরটিএ। ৪। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
৪.	আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আইন প্রয়োগের সুবিধার্থে এবং টার্মিনাল ব্যতিরেখে অন্য কোথাও থেকে যাতে গাড়ী ছাড়া না হয় এজন্য রুট-পারমিট প্রদানকালে টার্মিনাল টু টার্মিনাল এ সংক্রান্ত সীল মারার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ
৫.	আগামী ২ মাসের মধ্যে সকল ধরণের লক্কড়-ঝক্কড় ফিটনেসবিহীন গাড়ি মেরামত এবং এ সকল গাড়ি চলাচল বন্ধের জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১। ডিএমপি ২। হাইওয়ে পুলিশ ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
৬.	সড়কে প্রয়োজনীয় সাইন, মার্কিং, সড়ক বাতি বিশেষ করে ঢাকার ফ্লাইওভারগুলোতে বাতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। ২। হাইওয়ে পুলিশ। ৩। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
০৫/০৯/২০২৩
(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ০২-৫৫০৪০৭১১

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০২.৫০.০০৮.১৯- ৮৭৮

তারিখ ঃ ৫ -০৯-২০২৩ খ্রিঃ।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা বনানী।
৮. সচিব, পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট/প্রশাঃ/ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিক্ষণ), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
৯. উপপরিচালক (প্রশাঃ/এনফোর্সমেন্ট/অর্থ/আইন/অপাঃ/অডিট ও তদন্ত/ইঞ্জিঃ-১,২,৩), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১০. পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, ঢাকা বিভাগ, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
১১. বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১২/১৩ বিআরটিএ, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
১২. এক্সিডেন্ট ডাটা এনালিস্ট, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১৩. সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ২, ৩, ও ঢাকা জেলা সার্কেল।
১৪. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, পরিবহন ভবন, ২১,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান, মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
৫. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ি, চাঁদ তারা মসজিদ (২য় তলা), গাবতলী, ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, মহাখালী/সায়েদাবাদ/গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধ সহ)।
৩। অফিস কপি।

০৫.০৯.২৩

(মোঃ হেমায়েত উদ্দিন)
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ফোনঃ ৫৮১৫৪৭০২২